পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব

পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ

বদিউর রহমান

ঐতিহ্য

দ্বিজেন শর্মা
দেবী শর্মা

ভূমিকা

চিরায়ত বা ধ্রুপদী কাব্যতত্ত্ব বা সাহিত্যতত্ত্বের ধারা সুদীর্ঘ কালের। আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব চারশত বছরের বেশি সময় ধরে এই ধারা প্রবহমান। গ্রিক পণ্ডিত এরিস্টটল রচিত 'পোয়েটিকস'-কে ধরা হয় বিধিবদ্ধ সাহিত্যতত্ত্বালোচনার সূচনা। এরিস্টটলই প্রথম সাহিত্য বা কাব্যতত্ত্বের বিষয়-আশয় পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করে লিখিতরূপে উপস্থাপন করেছেন। এরপর এই সাহিত্যতত্ত্বালোচনা গ্রিসের সীমানা অতিক্রম করে ইতালির সীমানায় পৌঁছেছে। ইতালির হোরেস ও লঙ্গিনাসের হাতে এই তত্ত্বালোচনার নতুন দিগন্তের সূচনা হয়েছে।

সাহিত্যতত্ত্বালোচনার সূচনা ফলক এরিস্টটলের 'পোয়েটিকস'। এরিস্টটল তাঁর 'পোয়েটিকস' গ্রন্থে কেবল গ্রিক সাহিত্য বা গ্রিক সাহিত্যের প্রকরণাদি নিয়েই আলোচনা করেননি, আলোচনা করেছেন বিশ্বসাহিত্যের চিরন্তন ও মৌলিক বিষয় নিয়ে। উত্তর খুঁজছেন এইসব বিষয় নিয়ে উত্থাপিত নানা প্রশ্নের। ফলে 'পোয়েটিকস' কেবল গ্রিক সাহিত্য এবং গ্রিক ভাষাভাষীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, হয়ে উঠেছে সর্বজনীন এবং সর্বকালের স্বীকৃত বিষয়। আর এরিস্টটলের 'পোয়েটিকস' হয়ে আছে নিয়মতান্ত্রিক সাহিত্যালোচনার প্রথম প্রদীপ।

প্রদীপ জ্বালানোর আগে যে সলতে পাকানো, তেল ও তৈলাধার জোগান, তেমনি সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনার পেছন ফিরে তাকাতে হয় এরিস্টটলের গুরু প্লেটো এবং প্লেটোর গুরু সক্রেটিসের দিকে। সন্ধান করতে হয় তাঁদের সাহিত্য-ভাবনা বা চিন্তা।

সে হিসেবে পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্বালোচনায় একই সূত্রে গেঁথে নিতে হয় সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল, হোরেস, লঙ্গিনাসকে। এই পঞ্চ পণ্ডিতের সাহিত্যতত্ত্বালোচনার ধারা সন্ধান করলে যেমন খুঁজে পাওয়া যাবে এক অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্র তেমনি পাওয়া যাবে গতিশীল ধারাবাহিকতা।

সাহিত্য-শিক্ষার্থীদের জন্যে এ এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাহিত্যতত্ত্ব বিশেষ করে পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্বের ধারা সন্ধানে বর্তমান প্রয়াস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলেই আমাদের দিবশ্বাস।

‘পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব’ প্রথম প্রকাশিত হয় ২০১৫-এর জানুয়ারিতে। এরপর দীর্ঘদিন ‘পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব’-র কোনো সংস্করণ প্রকাশিত হয়নি।

বর্তমানে গ্রন্থটির পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সাহিত্য-শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে।

এটি প্রকাশে উদ্যোগ নেওয়ায় ঐতিহ্য’র সত্বাধিকারী আরিফুর রহমান নাইমকে ধন্যবাদ।

এই গ্রন্থ সাহিত্য-শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন মেটাতে সহায়ক হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

বদিউর রহমান
১ নভেম্বর, ২০২৩

সূচি

সক্রেটিস ১১
প্লেটো ২০
রিপাবলিক : প্রসঙ্গ সাহিত্যভাবনা ২৫
এরিস্টটল ৫২
হোরেস ১২৬
সাহিত্যতত্ত্ব : আর্স পোয়েটিকা ১৩৪
লঙ্গিনাস ১৫১
রচনা পরিচয় ১৫৭
সাহিত্যতত্ত্ব ১৫৮
সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ১৬৭

সক্রেটিস

জীবন ও সাহিত্যভাবনা

পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্বের ধারা সুদীর্ঘকালের। এরিস্টটলের 'পোয়েটিকস' গ্রন্থকে সাহিত্যতত্ত্বে প্রথম 'আকর গ্রন্থ' ধরা হলেও এর আগে থেকেই বিষয়টি আলোচনায় আসতে থাকে। প্লেটো তাঁর আদর্শ রাষ্ট্র থেকে কবি ও কবিতার বিদায়ের প্রচেষ্টায় কাব্য, কবিতা তথা সাহিত্যের গুণাগুণ বিচারের প্রসঙ্গ টেনেছেন। মনে রাখা প্রয়োজন প্লেটো মূলত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী। আদর্শ সত্যনিষ্ঠ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা তাঁর মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তিনি গ্রহণ করেছেন যুক্তিবাদকে। যুক্তির পথেই তিনি এগোতে চান। আর যুক্তি কখনো আবেগানুভূতি দিয়ে পরিচালিত হবে না, তাই আবেগানুভূতির সকল বিষয়কে তিনি দূরে রাখতে চেয়েছেন তাঁর আদর্শ রাষ্ট্র থেকে। এমন আবেগের সৃষ্টি কাব্যকে দূরে রাখার অভিপ্রায় থেকে কবিকুলের বিরুদ্ধাচরণ; অথচ প্লেটো নিজেও ছিলেন কবি।

প্লেটোর গুরু সক্রেটিস। সক্রেটিস দার্শনিক ও রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ। তাঁর দর্শন প্রচলিত ধারার বাইরে। সক্রেটিসের জন্মকাল অনুমান নির্ভর। আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ৪৬৯ অব্দ আর মৃত্যু খ্রিষ্টপূর্ব ৩৯৯ অব্দ। সে হিসেবে সক্রেটিসের জীবৎকাল ৭০ বছর। সক্রেটিসের জন্ম গ্রিসের এথেন্সে। তাঁর বাবা ছিলেন একজন ভাস্কর। নাম তাঁর সফ্রোনিস্ক আর মা ফেনারিটি ছিলেন ধাত্রী।

সক্রেটিস প্রথম জীবনে বাবাকে অনুসরণ করে ভাস্কর্যের কাজ শুরু করেন এবং পরবর্তী জীবনে নিজের কাজকে মায়ের পেশার সঙ্গে তুলনা

করতে পছন্দ করতেন। তিনি বলতেন তিনিও মায়ের মতো ধাত্রীর কাজই করেন। তবে মা মানব-শিশু প্রসবে সহায়তা করতেন আর তিনি করেন নতুন চিন্তা-ভাবনা সৃষ্টি প্রসবের বেলায়। তিনি সাধারণ এথেন্সবাসীর মতোই জীবনযাপন করতেন। তাঁর স্ত্রী জানথিপির গর্ভে ধারণ করেন তিন সন্তান।

পরিণত বয়সে সক্রেটিস পড়াশুনা এবং জনশিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। জনসাধারণের সঙ্গে মিশে তিনি তাদের প্রয়োজনীয় উপদেশ দিতেন। তাদের প্রশ্নেরও উত্তর দিতেন যথাযথ গুরুত্বসহকারে। এইভাবে নানাজনের প্রশ্ন এবং সেই প্রশ্নের উত্তরের মধ্য দিয়ে তিনি মানুষের ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক সমস্যা সম্বন্ধে গভীর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেন। তিনি বলেন–

> গুণ ও জ্ঞান অভিন্ন, জ্ঞানের অর্থ মুখস্থবিদ্যা নয়, সাধনালব্ধ নির্ভর বোধশক্তি। গুণী সূত্রধর সেই ব্যক্তি যিনি তক্ষণবিদ্যা নিখুঁতভাবে আয়ত্ত করিয়াছেন, প্রকৃত গুণীলোক তিনিই যিনি সংকীর্ণের মূল্য পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি করিয়াছেন। *বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ভারতকোষ : ৫ম খণ্ড (১৯৭৩) পৃ. ৫৩১-৩২*

এই জ্ঞান এবং বোধের উপর ভিত্তি করে তিনি কয়েকটি রাজনৈতিক সূত্র সৃষ্টি করেন। সক্রেটিসের রাজনৈতিক সূত্র হলো : ক. রাষ্ট্র অবশ্যম্ভাবী এবং স্বাভাবিক, খ. আইন পবিত্র এবং অপরিবর্তনশীল, গ. পশুশক্তি শাশ্বত অধিকারের অধীন, ঘ. ব্যক্তির চেয়ে সমাজ বড় এবং ঙ. শাসন পরিচালনা একটি মহৎ কাজ। এর জন্য প্রয়োজন সবচেয়ে জ্ঞানী ও গুণী মানুষের সহৃদয় সহায়তা। সক্রেটিসের এই রাষ্ট্রতত্ত্বের ওপর ভিত্তি করেই তার শিষ্য প্লেটো এবং প্লেটোর শিষ্য এরিস্টটলের রাষ্ট্রভাবনা। যার পথ ধরে আধুনিক রাষ্ট্রভাবনার পথচলা ও বিকাশ।

প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের ব্যাপারেও সক্রেটিস নিজস্ব মত ব্যক্ত ও প্রচার করেন। তাঁর জ্ঞানদান পদ্ধতি এবং ধর্মমতের পক্ষে বহু যুবক তাঁর অনুসারী হয়ে ওঠেন। ফলে দেশের শাসকশক্তি তাঁকে প্রতিপক্ষ ভাবতে শুরু করে। প্রায় সত্তর বছর বয়সে তাঁকে বিচারের মুখোমুখি হতে হয়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি এথেন্সের উপাস্য দেবতাদের মানেন না। তিনি নতুন দেবদেবী তথা উপাস্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছেন এবং এইসব

শিক্ষা দিয়ে তিনি এথেন্সের তরুণ-যুবকদের বিপথগামী করেছেন। তুলনামূলকভাবে কিছু অখ্যাত ব্যক্তি এই অভিযোগ আনেন। কিন্তু এর পেছনে ছিল একটি শক্তিশালী চক্র। বিচারে সক্রেটিসের প্রাণদণ্ড হয়। হেমলক বিষ প্রয়োগ করে তাকে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকে রাজনৈতিক হত্যা বলে অভিহিত করেছেন অনেকে। বিচারসভায় দাঁড়িয়ে তিনি এক দীর্ঘ বক্তৃতা দেন। অত্যন্ত সহজ এবং দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। মৃত্যুদণ্ড প্রদানের পর তাকে একমাস বন্দি থাকতে হয়। বন্দি অবস্থায়ও তিনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎপ্রার্থীদের উপদেশবাণী শোনাতেন নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে। সামান্য অর্থের বিনিময়ে জেল থেকে পালানোর সুযোগ পেয়েও তিনি তা গ্রহণ করেননি। তাঁর যুক্তি ছিল কিছুতেই তিনি আইনবহির্ভূত কাজ করবেন না। অবশেষে তিনি হাসতে হাসতে হেমলক বিষ পান করেন এবং ক্রমে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

সক্রেটিস কোনো কিছু লিখে রেখে যাননি। তাঁর যত কথা তার সন্ধান পাওয়া যায় প্লেটোর রচনায়। প্লেটো কথোপকথনের ঢঙে তাঁর নীতি-আদর্শ-বক্তব্য লিখেছেন নিজের মতো করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সক্রেটিসের বিচার সভায় প্লেটো উপস্থিত ছিলেন। তিনি সক্রেটিসের যে জবানবন্দি শুনেছেন, তার ভিত্তিতেই রচনা করেন 'সক্রেটিসের জবানবন্দি'। লিখেছেন সক্রেটিসের নিজের জবানিতে অর্থাৎ প্রথমপুরুষে। স্বাভাবিকভাবে এই রচনার ভাষা, অভিব্যক্তি সক্রেটিসের নয় প্লেটোর। সেখানে শব্দ চয়নের হেরফের খুবই স্বাভাবিক। এভাবেই প্লেটোর ভাষায় রচিত 'সক্রেটিসের সংলাপ'। সক্রেটিসের যতটুকু লেখা সবই প্লেটোর ভাষায় সক্রেটিসের জবানিতে। সেই কারণে এটা স্বাভাবিক যে সক্রেটিসের মৌখিক বয়ান আর প্লেটোর হাতে তার লিখিত রূপের মধ্যে কিছু ফারাক থাকা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সক্রেটিসকে দেখতে হলে, জানতে হলে প্লেটোর লেখার কোনো বিকল্প নেই।

আগেই বলা হয়েছে সক্রেটিস মূলত রাজ্য, রাষ্ট্রশাসক, নীতিকথা, ধর্ম, বিশ্বাস ইত্যাদির ওপর কথা বলেছেন, জ্ঞান দিয়েছেন। আর তাঁর সব বক্তব্যকে উত্থাপন করেছেন যুক্তির নিরিখে। যাবতীয় বিষয়ে সত্যাসত্য নির্ণয় করেছেন যুক্তির মাধ্যমে। সেখানে আবেগ, বিহ্বলতার কোনো সুযোগ নেই। প্রশ্ন হলো কাব্য-কবিতা বা সাহিত্য সম্বন্ধে

সক্রেটিসের মন্তব্য কী ছিল, ঠিক কাব্য বা তার স্রষ্টা কবি সম্বন্ধে পৃথক কোনো লেখা বা বক্তব্য সক্রেটিস উত্থাপন করেছেন বলে জানা যায় না। কেবল 'সক্রেটিসের জবানবন্দি'তে নানা প্রসঙ্গে তিনি সাহিত্যের বিভিন্ন সৃষ্টি বিষয়ে কিছু কথা বলেছেন, প্রকারান্তরে সাহিত্য-কাব্য-কবিতার গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করেছেন, যাকে সাহিত্যের মূল্যায়ন বলা যেতে পারে। আমরা সেই কয়েকটি মন্তব্য থেকে সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর ধারণা বিশ্বাস এবং মূল্যায়নের গতি-প্রকৃতি নির্ণয়ে সচেষ্ট হব।

ন্যায়বিচার সম্বন্ধে সক্রেটিস ও ইউথিফ্রোর সংলাপে প্রায় শুরুর দিকেই সক্রেটিসের মন্তব্য–

> তাহলে তুমিও বিশ্বাস কর দেবতাদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং রক্তপাত ঘটেছিল, যেরূপ কবিদের বর্ণনায়, চিত্রকরের চিত্রে, বিশেষত মহান প্যানাথনিক উৎসবে অক্রোপলিশের নিকট বহন করে নিয়ে যাওয়া পরিধেয় বস্ত্রের ছবি দেখা যায়? *সফিউদ্দিন আহমদ (অনূঃ) সক্রেটিসের জবানবন্দী ও মৃত্যুদণ্ড : রোদেলা ২০০৯ : পৃ. ৭৫*

সক্রেটিস দেবতাদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং রক্তপাতের ভয়াবহতা বুঝাতে কবির বর্ণনা এবং শিল্পীর ছবিকে উদাহরণ হিসেবে উত্থাপন করেছেন। কবির বর্ণনা এবং শিল্পীর ছবি সক্রেটিসের মনে গভীর রেখাপাত করার কারণেই এমন উদাহরণ টেনেছেন। সহজেই বুঝা যায় সক্রেটিস কবি এবং শিল্পীর প্রতি গভীর মনোনিবেশী ছিলেন। কবি এবং শিল্পীর দৃষ্টিকে তিনি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন। এর পরেই প্রসঙ্গত সক্রেটিস বলেছেন–

আমি সেই কবির বক্তব্যের বিরোধিতা করছি যিনি লিখেছেন–

> জিউস, স্রষ্টা যিনি এই জগতের তিনি সমালোচনার ঊর্ধ্বে,
> কেননা শ্রদ্ধাবোধই তো ভয়ের অনুগামী। *প্রাগুক্ত : পৃ. ৮৪*

এতে সুস্পষ্ট হয় যে, তিনি কবির অতি আবেগের পক্ষে নন। এরপরই তিনি এর ব্যাখ্যা করে বলেছেন–

> আমি কি তোমাকে বলব কেন তার সাথে একমত নই?

> কারণ আমি বিশ্বাস করি না, যেখানে ভীতি আছে সেখানে শ্রদ্ধাবোধ থাকতে পারে। আমার মনে হয় এমন লোক প্রচুর আছে যারা রোগ-ব্যাধি দারিদ্র্য ও অন্য অনেক দুর্দশাকে ভয় পায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে হয় না তারা এই ভীতি উৎপাদনকারী বিষয়গুলোর প্রতি ন্যূনতম শ্রদ্ধাবোধ করে। *প্রাগুক্ত*

তিনি মনে করেন লেখক-কবি আবেগের বশে সাজা প্রদানকারীকেও শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। তাকে স্থান দেন সবার উপরে। যা যুক্তিযুক্ত নয়। যিনি বা যা কিছু ভয়ের কারণ বা ভয়ের উৎস তাকে কিছুতে শ্রদ্ধা করা যায় না। তাই সক্রেটিস কবির কাজের প্রতি অনুরক্ত হলেও কবির ভাবালুতার সঙ্গে একমত নন। কারণ তিনি যুক্তিসন্ধানী এবং যুক্তিবাদী সত্যনিষ্ঠ। যে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম থেকে তিনি এতটুকু বিচ্যুত হননি। যার পরিণতি মৃত্যুদণ্ড।

সক্রেটিস ভাষা সম্বন্ধে তাঁর অভিমত জানিয়েছেন বিচারসভায় তাঁর জবানবন্দি উপস্থাপনের সময়। জবানবন্দির প্রথম দিকে ভূমিকায় তিনি বলেন,

> সম্মানিত ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আপনাদের আশ্বস্ত করছি যে, আমার কাছে আপনারা যে বক্তব্য শুনবেন অর্থাৎ আমি যে বক্তব্য উপস্থাপন করব, তা সম্পূর্ণভাবে সত্য বলেই জানবেন এবং আমি এও বলে রাখি যে, আমার ভাষণে অভিযোগ আনয়নকারীদের ভাষণের ন্যায় অলংকার ও বাগাড়ম্বরপূর্ণ শব্দ সম্ভারের বিন্যাস থাকবে না।

এর পরে তিনি বলেন–

> আত্মপক্ষ সমর্থনে যদি আমি আমার স্বাভাবিক ও স্বভাবসিদ্ধ ভাষা প্রয়োগ করি, যা আমি নগরীর বিভিন্ন উন্মুক্ত স্থানে আলাপচারিতায় ও কথোপকথনে করে থাকি তাহলে আপনারা বিস্মিত হবেন না এবং আমাকে বাধাও প্রদান করবেন না। আমাকে আমার স্বকীয় অবস্থানে দৃঢ় থেকে বক্তব্য উপস্থাপন করার সুযোগ দেওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

তিনি আরও বলেন–

> অতএব, মহোদয়গণ! একজন নবাগত বিদেশি তার আপন বৈশিষ্ট্য ও রীতিতে নিজের ভাষায় কথা বললে অনেক ক্ষেত্রে ভুলভ্রান্তি হলেও আপনারা যেমন তাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে থাকেন, তেমনি আমার অনুরোধ, আমিও যদি আমার নিজস্ব স্বভাবসিদ্ধ স্বাভাবিক রীতিতে কথা বলি তবে আমাকেও উপহাসের পাত্র মনে না করে স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করবেন। *প্রাগুক্ত : পৃ. ৯৪*

এখানে সক্রেটিস ভাষার স্বাভাবিকতার কথা বলেছেন দৃঢ়ভাবে । বর্ণনা বা উপস্থাপনার ভাষা হবে স্বাভাবিক ও সাধারণ। সেইসঙ্গে গুরুত্ব দিয়েছেন ভাষায় অলংকার এবং বাগাড়ম্বরপূর্ণ শব্দ প্রয়োগ না করার। তার বক্তব্যের পক্ষে বিদেশি অর্থাৎ ভিন্ন ভাষাভাষীর উদাহরণ টেনে তার ভুলভ্রান্তিকেও উপেক্ষা করার কথা বলেছেন। অর্থাৎ স্বাভাবিক ও সাবলীল ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতিকেও তিনি ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখতে চান। তার অর্থ দাঁড়ায় মনের ভাব প্রকাশই ভাষার মূল, অলংকার বা বাগাড়ম্বরতা নয়। এ প্রসঙ্গে নিজের ভাষারীতির উদাহরণ টেনে বলেছেন, যেভাবে তিনি শিক্ষার্থী তথা সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাদের সামনে যে ভাষায় কথা বলেন, যেকোনো পরিস্থিতি ও পরিবেশে তা অব্যাহত রাখতে চান। বিচারালয়ে বিচারের মুখোমুখি দাঁড়াতেও তিনি সেই পথ অবলম্বন করতে চান। নিজ স্বভাবসিদ্ধ স্বাভাবিক রীতিতে কথা বলতে চান তিনি। অর্থাৎ মনের ভাব প্রকাশই কথার উদ্দেশ্য; তা যত সহজসরল হবে ততই ভালো।

প্রসঙ্গত তিনি চিত্রশিল্পের কথা, বাদ্যযন্ত্রের কথা উল্লেখ করেছেন তাঁর জবানবন্দিতে। তাঁর ভাষায়–

> একটি অশ্বের চিত্র দেখে কিংবা একটি বীণা দর্শন করে আমরা একটি মানুষকে স্মরণ করতে পারি অথবা সিমিয়াসের চিত্র দেখে সিবিসকে স্মরণ করতে পারি।

আবার তিনি অনুকরণের কথা বলেছেন এভাবে :

> একটা জিনিস দেখার পরে তুমি ভাবলে এই জিনিসটি অন্য একটি জিনিসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিন্তু এটি তার মতো নয় শুধু একটি দুর্বল অনুকরণ; *প্রাগুক্ত : পৃ. ১৭০*

অনুকরণের এই যে দুর্বলতা সম্ভবত তারই সূত্র ধরে তাঁর শিষ্য প্লেটো কবিতা সম্বন্ধে কটু কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন কোনো অনুকরণই মূল সৃষ্টি নয়। এ নিয়েই সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনার সূত্রপাত।

প্রসঙ্গত সক্রেটিস কবি হোমার এবং তাঁর কাব্য 'ওডিসি'র কথা উল্লেখ করেছেন তাঁর বক্তব্যে। তিনি বলেছেন–

> হোমার যেরকম তাঁর 'ওডিসি'তে অডিসিয়াসের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন 'নিজ বক্ষস্থলকে আঘাত করল এবং আপন আত্মাকে বলল, ধৈর্য ধরে আমার আত্মা, কঠিনতর আঘাতকে তুমি সহ্য করেছ।
>
> তোমার কি মনে হয় এই পঙ্‌ক্তি লেখার সময় তিনি আত্মাকে সংগতি ভেবেছিলেন, যা দেহের ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা চালিত? নিশ্চয়ই তিনি আত্মাকে বিবেচনা করেছেন ইন্দ্রিয়ের দমন ও নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে, তাই আত্মা সংগতির চেয়ে বেশি স্বর্গীয়। *প্রাগুক্ত : পৃ. ১৯৫*

মহাকবি হোমারের রচনাকে গুরুত্ব দিয়ে তিনি আরও বলেছেন–

> হোমারের কায়দায় তোমার বিষয়টি ঝালাই করে নিই এবং তোমার বক্তব্যের বৈধতা পরীক্ষা করে দেখি। *প্রাগুক্ত: পৃ. ১৯৬*

সক্রেটিসের এইসব বক্তব্য থেকে বুঝা যায় তিনি হোমারের একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন। হোমারের কাব্য পড়েছেন এবং এর মর্মার্থ অনুধাবন করেছেন। তাঁর ভাবনায় হোমারের গুরুত্ব যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল বলেই তিনি এমন সব কথা বলেছেন। সবশেষের উদ্ধৃতিটি প্রমাণ দেয় সক্রেটিস হোমারের বর্ণনা কৌশল এবং রচনাশৈলীকে যথেষ্ট গুরুত্বসহকারে অন্যের বক্তব্যকে হোমারীয় ধাঁচে নিরীক্ষা করে নিতে চান। কেবল নিরীক্ষা নয়, সেভাবে বক্তব্যকে ঝালাই করেও নিতে চান তিনি। সক্রেটিস নিঃসন্দেহে কাব্য এবং কবির অনুরক্ত। তিনি কবি-

কাব্যের প্রতি কখনোই কোনো নেতিবাচক শব্দ উচ্চারণ করেননি। বরং কাব্যের সমঝদার হিসেবেই বারবার হোমার প্রসঙ্গ এনেছেন। সক্রেটিস বৈপরীত্যের কথা বলেছেন অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে। তাঁর কথায় :

> মূল কথা হচ্ছে কোনো অপরিবর্তনশীল বিপরীতধর্মিতা এর বৈপরীত্যে রূপান্তর লাভ করতে পারে না। আর যদিও এর পরিবর্তন ঘটেও তবে হয় বিলীন হবে, নয়তো-বা বিলুপ্ত হবে; কিন্তু নিজের মৌল সত্তার আর নিজস্বরূপে স্বীকৃতি পাবে না। *প্রাগুক্ত : ২০৭*

বৈপরীত্যের ব্যাখ্যা দিতে তিনি বলেছেন–

> আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে নির্বিশেষে বৈপরীত্য বা বৈপরীত্যের মূল সত্তা নিয়ে কোনো বিরোধিতার সৃষ্টি হতে পারে না। আমার বক্তব্যে কি তুমি অনুধাবন করতে পারনি যে, বিপরীত দুটি সত্তার মধ্যে কোনো বৈষম্য সৃষ্টি হয় না। অস্তিত্বের মৌল প্রকৃতি হচ্ছে বিপরীতধর্মিতা আর এ পদ্ধতিতেই সে অভিহিত হয়। আমরা এখন আলোচনার চেষ্টা করছি যে, বিপরীত বিপরীতই। বিপরীতের কোনো পরিবর্তন নেই। এ ধারায় সে পরিবর্তিত হয়ে অন্যকিছুতে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে না। এটি তার প্রকৃতিগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও নয়। তাহলে আলোচ্য বিষয়ে প্রদর্শিত যুক্তির মাধ্যমেই আমরা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, কোনো বৈপরীত্যই আপনার সত্ত্বার প্রতিকূলতায় কখনো দাঁড়ায় না। *প্রাগুক্ত : পৃ. ২০৭, ২০৮*

পরবর্তীকালে সাহিত্যতত্ত্বে এই 'বৈপরীত্য' নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে। এরিস্টটল বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে উপস্থাপন করেছেন তাঁর 'পোয়েটিকস' গ্রন্থে। 'পোয়েটিকস'-এর একাদশ অধ্যায়ের শিরোনামেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। শিরোনামটি এরকম 'বৈপরীত্য, আবিষ্কার এবং দুর্দৈব', ওদিপাস নাটকের সূত্র ধরেই এরিস্টটল বৈপরীত্যের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। বলা যায় সক্রেটিসের কথার সূত্র ধরেই প্লেটোর হাত ধরে এরিস্টটলের এই বক্তব্যবিশ্লেষণ।

সক্রেটিস তাঁর নিজের জীবনভিত্তিক নাটক নিয়ে কথা বলেছেন সমালোচকের সুরে। তাঁর ভাষায় :

> আপনারা ইতোমধ্যেই এ্যারিস্টোফেনিস রচিত নাটকে দেখেছেন, যেখানে সক্রেটিস বলে বেড়াচ্ছেন সে একজন আকাশচারী। তাকে দিয়ে এমনসব জিনিস বলানো হচ্ছে যা আমি সক্রেটিস নিজেও জানি না। এর দ্বারা আমি অবশ্য কোনো একনিষ্ঠ পর্যবেক্ষকের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করছি না। কিন্তু মেলিটাস যদি আমার বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ আনয়ন করে তাহলে আমার পক্ষে সেটি অবশ্যই দুঃখজনক হবে। *প্রাগুক্ত : পৃ. ৯৬*

সক্রেটিস তাঁর নিজের সম্বন্ধে রচিত নাটকের বক্তব্যের সঙ্গে সম্মতি পোষণ না করলেও সেই নাটক বা নাট্যকারকে বিতাড়িত করার কোনো কথা বলেননি, বরং নাটককে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েই নিজের কথা বলেছেন।

সক্রেটিস সাহিত্য যা সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে বিশেষ কোনো মন্তব্য না করলেও তিনি সাহিত্যকে দেখেছেন গভীর মনীষায়। সেই পর্যবেক্ষণের সূত্র ধরেই তাঁর শিষ্য প্লেটো সাহিত্য নিয়ে কথা বলেছেন। সক্রেটিসের কাব্য-সাহিত্য পর্যবেক্ষণ হতে পারে প্লেটোর সাহিত্য ভাবনার পূর্বসূত্র। তাই পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্বের ধারা নির্ণয়ে সক্রেটিসের পর্যবেক্ষণকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায় না কোনোভাবেই।

প্লেটো

জীবন ও সৃষ্টি

বিশ্বখ্যাত গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর জন্ম এথেন্সের এক অভিজাত পরিবারে। প্লেটোর সঠিক জন্ম তারিখ জানা না গেলেও তিনি যে খ্রিষ্টপূর্ব ৪২৮ থেকে ৩৪৮ অব্দ পর্যন্ত প্রায় আশি বছর বেঁচে ছিলেন তা আজ সর্বজনস্বীকৃত। প্লেটোর শিক্ষা লাভ সক্রেটিসের কাছে। প্রায় বিশ বছর তিনি সক্রেটিসের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন। প্লেটো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত না হয়ে দর্শনচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন।

সক্রেটিসের মৃত্যুর পর প্লেটো কিছুদিন সহপাঠী ইউরিক্লিডের সঙ্গে মেগারায় কাটান। সেই সময় তিনি পারমেনিদেশের চিন্তাধারার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং এর দ্বারা প্রভাবিত হন। এরপর তিনি মিশর, ইতালি প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করে সিসিলিতে যান। খ্রিষ্টপূর্ব ৩৮৭ অব্দে অর্থাৎ ৪১ বছর বয়সে এথেন্সে একটি উদ্যান কিনে নিজ শিক্ষালয় 'একাডেমি' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আমৃত্যু এই একাডেমিতেই কাটান। এখানে তাঁর মূল কাজ ছিল অধ্যাপনা এবং গ্রন্থ রচনা। এথেন্সে একাডেমি প্রতিষ্ঠার পর তিনি মাত্র দু'বার সিরাকিউস ভ্রমণ করেন। বাকি সময় তিনি তার একাডেমিতেই জ্ঞানচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। জ্ঞানচর্চায় ক্রমে প্লেটো বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হিসেবে পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠা পান। যা আজও অব্যাহত আছে। তাঁর জ্ঞান ও মনীষা 'প্লেটোর দর্শন' হিসেবে বিশ্বে সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন।

একটি বিশেষ ভঙ্গিতে প্লেটো তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। এই বিশেষ ভঙ্গি হলো কথোপকথন বা সংলাপ। কথোপকথনের মাধ্যমে তিনি তাঁর বক্তব্য পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন। কথোপকথন, সংলাপ

বা প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে তিনি বৈজ্ঞানিক সত্যাসত্য নির্ণয়ে সার্থক হয়েছেন।

বলা হয়, 'প্লাতোর ভাবতত্ত্ব (থিয়োরি অব আইডিয়াজ) দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব (ডায়ালেকটিক) নামেও অভিহিত। শব্দটি 'ডায়ালগ' (কথোপকথন) শব্দ হইতে উদ্ভূত। প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক সত্যাসত্য নির্ধারণ করার পদ্ধতি ও পরিশেষে যাহা সৎ, নিত্য বা সনাতন তাহাকে সামান্য ধারণার মাধ্যমে জানবার পদ্ধতি বা তাহার জ্ঞানই ডায়ালেকটিক; যা দ্বান্দ্বিকতত্ত্বের মর্মকথা রূপে বিবেচিত হয়। বস্তু অপরিবর্তনীয়, তাহার জ্ঞানলাভের পদ্ধতি বা সেই সম্পর্কিত বিজ্ঞানই প্লাতোর মতে ডায়ালেকটিক। বিশেষ ব্যক্তি বা দ্রব্য সর্বদাই পরিবর্তনশীল, সেজন্য তাহা বস্তু (রিয়ালিটি) বলিয়া বিবেচনাযোগ্য নয়। অপরদিকে বহু বিশেষ (পার্টিকুলার) বিষয় যে সমাজ (ইউনিভার্সাল) বিষয়কে অনুকরণ করে সেই সাধারণ বিষয় স্বরূপতত্ত্ব অপরিবর্তনীয়।

সুতরাং নিত্য, অতএব তাহাই বস্তু। পরিবর্তনশীল ব্যাপার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, অপরিবর্তনীয় তত্ত্ব বা বস্তু বুদ্ধিগ্রাহ্য। প্লাতো এইরূপ বস্তুর নাম দিয়াছেন 'আইডিয়া' বা ভাব; ভাব চিন্তার বিষয়মাত্র নয়, বস্তুত যথার্থ সত্তা একমাত্র ভাবেই রহিয়াছে। বিশেষ বিষয় বা ব্যক্তি আভাসমাত্র, কিন্তু তাহাদের ভাবগুলি শাশ্বত অপরিবর্তনীয় ও অতিবর্তী (স্ট্রানসেন্ডেন্ট)। ভাব ও বিশেষ বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে প্লাতোর মোটামুটি মত হইতেছে এই যে, ভাবদ্রব্য (সাব্‌স্টান্স), সর্বতোভাবে স্বতন্ত্র ও পরমবস্তু, দ্বিতীয়ত, ভাব বিশেষ বিষয় না হওয়ার জন্য সামান্যধর্মী বা সামান্যতত্ত্ব, দেশকালের অতীত তথাপি তাহাদের সহিত বিশেষ বিষয়ের সম্পর্ক অনস্বীকার্য। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশেষ বিষয়ের সঙ্গে ভারতত্ত্বের সম্পর্ক হইতেছে এই যে, ভাব বিশেষ বিষয়ের ভিত্তি, ভাব বিশেষ বিষয়ের মূল বা উৎস, বিশেষ বিষয় তাহার অনুকরণ মাত্র। ভাবের অপর নাম আকার (ফর্ম) বা সামান্য। এই বিষয়ে প্লাতোর মতবাদের তীব্রতম সমালোচনা করিয়াছেন তাহার শ্রেষ্ঠ শিষ্য আরিস্তোতল।

মানবতার ত্রিবিধ বৃত্তির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া প্লাতো প্রজ্ঞা, শৌর্য ও মিতাচার নামে তিনটি মানবধর্ম (ভার্চু) যেমন স্বীকার করিয়াছেন, তেমনি তাহাদের নিয়ামক-ধর্ম হিসাবে 'ন্যায়' (জাস্টিস) নামক চতুর্থ ধর্মও স্বীকার করিয়াছেন। রাষ্ট্রের ধর্ম তাহার নাগরিকগণের মধ্যে নিবেশিত। রাষ্ট্রের প্রজ্ঞা তাহার সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারক, শাসকগণের মধ্যেই থাকে, রাষ্ট্রের শৌর্য থাকে ক্ষাত্রধর্মী আর শাসকগণের মধ্যে, আর মিথ্যাচার বলিতে প্লাতো মনে করেন যে, তাহারা সর্বোচ্চ শাসকগণের শাসন করিবার যোগ্যতা স্বীকার করিয়া লাইবেন, আর সর্বোচ্চ শাসকগণের মিথ্যাচারের অর্থ হইল এই যে, তাহারা শাসনভার গ্রহণ করিতে সর্বতোসম্মত থাকিবেন। এখন রাষ্ট্রের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নাগরিকগণের নিজ নিজ শক্তি, শিক্ষা ও যোগ্যতা অনুসারে কর্মভার বণ্টনের নীতি থাকা প্রয়োজন। এই নীতিই হইতেছে 'ন্যায়'। কিভাবে দুই শ্রেণির শাসকগণের নির্বাচন ও শিক্ষাদান করিতে হইবে, তাহা প্লাতোর আদর্শ-রাষ্ট্রের একটি প্রধান বিচার্য বিষয়। বিবাহ, দাম্পত্যজীবন ও পারিবারিক ধর্মে সাধারণ নাগরিকগণের অধিকার থাকিলেও শাসকগণ ব্যক্তিগত ধনহীন ও পারিবারিক বন্ধনহীন হইয়া আজীবন শিবির-জীবন যাপন করিবেন। অনাসক্ত দার্শনিকগণই শাসনভার গ্রহণ করার পক্ষে উপযুক্ত; সেজন্য রাষ্ট্রের শাসনভার তাহাদের হাতেই সমর্পণ করিতে হইবে।

প্লাতো বিভিন্ন যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করিয়াছেন যে, নৈতিক ধর্ম ও সুখ এক জিনিস নয়। ইন্দ্রিয়সুখের নির্ভরযোগ্য মাপকাঠী নাই। সেজন্য তাহার উপর ভিত্তি করিয়া নৈতিক ধর্মের পরিমাণ করা সম্ভব নয়। নৈতিক কর্মের নিজস্ব মূল্য আছে–এই কথা স্বীকার করিলে নৈতিক কর্ম আর সুখ যে এক বস্তু, তাহা আর চলে না। নৈতিক ধর্মের ভিত্তি প্রজ্ঞা, কিন্তু এই প্রজ্ঞা মানবিক দৃষ্টিবর্জিত নয়। সেজন্য প্লাতো সর্বোত্তম মঙ্গলকে কেবল ভাবতত্ত্বের জ্ঞান বলেন নাই; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের মধ্যে ভাব যে রূপে নিজেকে প্রকাশ করে, তাহার ধ্যান, যাহা কিছু সুন্দর, সুসামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলাবদ্ধ, তাহার যথোচিত

বোধ, কলা ও বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানে অভিনিবেশ, সঙ্গত সুখ–এই সবগুলি লইয়াই তিনি সর্বোত্তম মঙ্গলের কল্পনা করিয়াছেন'। *ভারতকোষ: ৪র্থ খণ্ড: পৃ. ৪৭৪-৪৭৫*

প্লেটোর এই ভাবনা-চিন্তার ফসল তার রচিত গ্রন্থাবলি। আগেই বলা হয়েছে এক বিশেষ পদ্ধতিতে গ্রন্থ রচনা করেছেন প্লেটো। তিনি তার ভাবনা এবং দার্শনিক তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন কথোপকথনের ছলে। চিন্তার গভীরতা ও ব্যাপকতা এবং তাঁর রচনাভঙ্গির মাধুর্য ও বৈশিষ্ট্যে তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো বিশ্বসাহিত্যে মূল্যবান সম্পদ হয়ে আছে। প্লেটো রচিত 'এপলোজি' (Apology) সক্রেটিসের মতবাদেরই সমর্থন। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে আছে 'কার্মিডীয়' (Charmides), 'ক্রাইটো' (Crito), 'প্রোটাগোরাস' (Protagoras), 'আয়ন' (Ion), 'ফীড্রাস' (Phaedrus), 'গর্জিয়াস' (Gorgias) 'মেনো' (Meno) 'থীয়োটাস' (Theotes) 'সফিস্ট' (Sophist) 'পার্মেনিডীয় (Parmenidis), 'সিমপোসিয়াম' (Szmposium), 'ফীডো' (Phaedo), 'ফিলিবাস' (Philebus), 'রিপাবলিক' (Republic), 'টাইমীয়াস' (Timaeus), ক্রিটিয়াস' (Critias), 'ল'য' (Laws) ইত্যাদি। এর মধ্যে 'রিপাবলিক' নানা কারণে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলোর মধ্যে অনন্য এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি তাঁর স্বপ্নের আদর্শ রাষ্ট্রের মডেল সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন।

পৃথিবীর বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন, রাষ্ট্রচিন্তা, সাহিত্য এবং সমাজতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্যপুস্তক হিসেবে 'রিপাবলিক' আজও অবশ্যপাঠ্য। প্লেটোর রিপাবলিক সম্বন্ধে রিপাবলিকের অন্যতম ইংরেজি অনুবাদক বেনজামিন যোয়েট-এর মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। বেনজামিন যোয়েট তার অনুবাদের দীর্ঘ ভূমিকায় রিপাবলিককে প্লেটোর সংলাপগুলোর মধ্যে বৃহত্তম এবং শ্রেষ্ঠতম বলে উল্লেখ করেছেন।

'রিপাবলিক'-এর আর এক অনুবাদক ডেসমন্ড লী এই গ্রন্থের বিষয়বৈচিত্র্য সম্বন্ধে তাঁর অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন–

There is of course for a good deal of discussion of social and political metters; for example the discussion of contemporary forms of society with which section 2 of this introduction has been concerned, and which occuppies most of Books VIII and IX (Part IX). And Parts II, IV and VI deal largely with political & social topics. But even in these parts of

the book Plato is more interested in principles than in details, and we find moral considerations constantly coming in. And the rest of the work is largely devored to what we should regard as ethics (Part 1 and V), education (Part III and VIII) Theory of knowledge (Part VII, art (Part and religion (Part XI)' Penguin Classics: Plato, Republic, reprint 1987. Page - XXXI

এই বক্তব্য থেকে 'রিপাবলিক'-এর বিষয়বৈচিত্র্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। 'রিপাবলিক'-এর রচনাকাল ধরা হয় ৩৬০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ অর্থাৎ প্লেটোর ৬৮ বছর বয়সে।

'রিপাবলিকের' দু'টি ইংরেজি এবং একটি বাংলা অনুবাদ আমাদের হাতে এসেছে। ইংরেজি দু'টির মধ্যে একটির অনুবাদক বেঞ্জামিন যোয়েট এবং অন্যটির ডেসমন্ড লী। আর বাংলা অনুবাদ সরদার ফজলুল করিম-এর। বেঞ্জামিন যোয়েট তার অনুবাদে কেবল অধ্যায়ের সংখ্যা উল্লেখ করেছেন। এক থেকে এগারো অধ্যায় পর্যন্ত তাঁর অনুবাদগ্রন্থ। অধ্যায়ের নাম দিয়েছেন তিনি 'বুক' বা 'গ্রন্থ'। ডেসমন্ড লী যোয়েটের মতোই এগারোটি অধ্যায়ে ভাগ করেছেন রিপাবলিককে। তিনি অধ্যায়গুলোর নাম দিয়েছেন 'পার্ট' বা 'অংশ' বলে। তিনি প্রতিটি অধ্যায়ের শিরোনাম এবং প্রতিটি অধ্যায়ে একাধিক উপ-শিরোনাম দিয়ে গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ের বিষয় নির্দেশ করে দিয়েছেন। এগারোটি মূল অধ্যায়কে তিনি ছেচল্লিশটি উপ-অধ্যায়ে ভাগ করেছেন। বাংলা অনুবাদক সরদার ফজলুল করিম ডেসমন্ড লী-এর অনুকরণে অধ্যায়গুলোকে নানা শিরোনামে চিহ্নিত করেছেন। তফাত কেবল এই যে, মি. লী যেখানে মূল পার্ট বা অংশ বা পুস্তকের পৃথক শিরোনাম উল্লেখ করেছেন, সরদার ফজলুল করিম সেখানে মূল অধ্যায় বা অংশকে মি. যোয়েট-এর অনুকরণে 'পুস্তক' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি তার বইয়ে 'প্রথম পুস্তক' থেকে 'দশম পুস্তক' উল্লেখ করে দশটি অংশের উল্লেখ করেছেন। এই দশটি পুস্তককে আবার এক থেকে পঁচিশ পর্যন্ত 'অধ্যায়ে' বিভাজন করেছেন। প্রতিটি অধ্যায়ে এক একটি 'শিরোনাম' সংযুক্ত করা হয়েছে। সরদার ফজলুল করিম-এর অনুবাদে একাদশ পুস্তকের কোনো উল্লেখ নেই। তবে বেঞ্জামিন যোয়েট-এর অনুবাদে শিরোনামহীন এবং ডেসমন্ড লী-এর অনুবাদে 'আত্মার অবিনশ্বরত্ব এবং উত্তমের পুরস্কার', (The Immortalily of the Soul and the Rewards or Goodnes) শিরোনামে একাদশ অধ্যায়ের উল্লেখ আছে।